26 FEB [redacted]

তারিখ 26 FEB [redacted]
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

দৈনিক সংবাদ

ভুলে ভরা বোর্ডের বই

26 FEB [redacted]

খালি চোখে [redacted] উপগ্রহ দেখা যায় না, এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছেন স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের গ্রন্থকাররা। 'মহাভারত' রচনা করেছেন কালিদাস এটাও তাদেরই উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবন। এধরনের অসংখ্য নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রণীত বই-পুস্তকে।

বোর্ডের বই-এ ভুল তথ্যের পাশাপাশি দেখা যায় ভুল বানান, ভুল শব্দ এবং দুর্বল-অস্পষ্ট বাক্যের ছড়াছড়ি। প্রতিবছর এর পুনরাবৃত্তি হতে থাকলেও বোর্ড এব্যাপারে নির্বিকার। নইলে এ ভুল কমতো।

শিশু বয়সে ছাত্র-ছাত্রীরা যা শেখে তা তার কচি মনে স্থায়ী হয়ে যায়। যারা ছাত্র হিসেবে টিকে থাকে, ওপরের ক্লাসে ওঠে তারা হয়ত ভুল শুধরে নেবার সুযোগ পায়। কিন্তু আমাদের দেশে বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। বোর্ডের বই-পুস্তকে এই সব ভুল তথ্য পড়ে বানান শিখে সারাজীবনই তারা সেগুলো বয়ে বেড়ায়। তবে অনেকেই লেখাপড়া ভুলে পরবর্তী জীবনে নিরক্ষর হয়ে যায় এ-ই যা রক্ষা।

বই-এ ভুল তথ্য দিলেও উত্তরপত্রে তা গৃহীত হবে এমন ভরসা হয় না। তা কাঙ্ক্ষিতও নয়। তাহলে এ কারণে পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর খারাপ করার জন্য দায়ী হবেন কে?

আমরা বুঝতে অক্ষম বোর্ডের বই-এ এত ভুল হয় কি করে। বই-পুস্তকের গ্রন্থকার হিসেবে যাদের নাম ছাপা হয় তাদের ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বলেই মনে হয়। তারা নিজেরা না লিখে অন্যদের দ্বারা লেখান এই ধারণাটাই কি তাহলে মেনে নিতে হবে? গ্রন্থকারদের পরও ত রয়েছেন সম্পাদক, পরিমার্জনাকারী যারা অধিকতর পণ্ডিত ব্যক্তিরূপে পরিচিত। এদেরও কি শুধু নামটাই ব্যবহৃত হয়? পাণ্ডুলিপি জমা দেয়া, এগুলো পরীক্ষা করার জন্য যে সময় দেয়া হয় তাকে খুব একটা কম বলা যায় না। আসলে আমাদের দেশে এইসব ব্যক্তিবর্গ এত বেশী কাজে নিজেদের জড়িত করেন যে তারা কোনটায়ই পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। বোর্ড কর্তৃপক্ষের বুঝা উচিত কাজ আদায় না করে এঁদের নাম ব্যবহারে তাঁদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কারোরই লাভ হয় না।

অভিযোগ আছে, পাণ্ডুলিপি রচনা, বই-পুস্তক সম্পাদনা ইত্যাদি কাজে কোটারী স্বার্থও কাজ করে। ফলে দেখা যায় একটি বিশেষ মহল বার বার এইসব দায়িত্ব পাচ্ছেন। বই-পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার কাজে যারা অতীতে বড় ধরনের ভুল, ব্যর্থতা ও গাফলতির পরিচয় দিয়েছেন তাদেরকে ভবিষ্যতে আর এ ধরনের দায়িত্ব না দিলেই কি নয়?

বছর বছর বোর্ডের পাঠ্যবই নতুন করে ছাপা হচ্ছে। পুরনো বই-এর নতুন সংস্করণেও আগেকার ভুল-ভ্রান্তিগুলো থাকে কি করে তা বোধগম্য নয়। আমরা আশা করব কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরো যত্নবান হবেন।

আপাততঃ চলতি শিক্ষাবর্ষে অসংখ্য ভুল ভ্রান্তিপূর্ণ যে বইগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছে গেছে সেগুলোর মাধ্যমে তারা যাতে ভুল শিক্ষা না পায় সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা বিভাগের অফিস রয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ভুল-ভ্রান্তিসমূহ উল্লেখ করে এদের কাছে সংশোধনী পাঠাতে পারেন। এদের কাজ হবে সেগুলো এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জানিয়ে দেয়া। শিক্ষকদেরও উচিত ভুলগুলো সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক করে দেয়া।